WARREN
boierpathshala.blogspot.com
সহোদরা_অঙ্কুর বর

#সহোদরা_অঙ্কুর বর

"এই দিদি, দিদিইইইইই। এএএএইইইইই দিইইইদিইইই !!!!!"

আবার সেই ডাক। মনে হচ্ছে যেন পাকস্থলীর গভীর থেকে ডাক টা উঠে আসছে। এত জোরে সেই ডাক টা ডাকছে যে পেট ব্যাথায় চিনচিন করে উঠছে। আর তারপর ধীরে ধীরে সেই চিনচিনে ব্যথাটা বদলে জ্বলতে লাগল তলপেট টা। তারপর দেখতেই দেখতে সেই জ্বালা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তেই আর্তনাদ করে চেঁচিয়ে উঠলাম। আর তারপরেই! তারপরেই ঘুমটা ভেঙে গেল।ধড়ফড় করে উঠে বসতে টের পেলাম, এক ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিদিক এমন ভাবে ডুবে গিয়েছে যে কেবলমাত্র এসির বাইরে রেডিয়ামে আঁকা ডিজিটটা ছাড়া আর কিছুই নজরে এলো না। সেই সাথে অন্ধকারে এসি থেকে বেরিয়ে আসবার এক খরখরে শব্দ। ব্যাস! আর যেন কোন শব্দ নেই। নিস্তব্ধ এই ঘরের মধ্যে আমি যেন সজীব কিছুর প্রতিমূর্তি হয়ে জেগে রইলাম।

শীত শীত করতে কপালে হাত দিয়ে দেখলাম ঘাম

জমেছে। শুধু কপালে কেন? সারা শরীরটাই তো ঘামে ভিজে গিয়েছে।উফ! এই স্বপ্নটা রোজ রাতে আমার ঘুম কেড়ে নেয়। দিল্লির এক অভিজাত কলোনির এই সুদৃশ্য বাংলোর এই অন্ধকার রুম তখন অচেনা ঠেকে। ভয় লাগে জেগে থাকতে।তখন মনে হয় দামী ব্ল্যাঙ্কেট টা পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুড়ে নিয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকি। নিশ্বাস ঘন ঘন পড়তে থাকে। কিন্তু ঘুম আসে না।

কিন্তু আমারও যে রাতে দুঃস্বপ্নে ঘুম ভাঙে, একলা রাতে এই বাড়িতে ফিরতে ভয় লাগে একথা তো কাউকে বলা যায় না। একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির এম ডি আমি। যার ভয়ে সারা অফিস তটস্থ থাকে সবসময়, সেই যদি মাঝরাতে ভয় পেয়ে জেগে থাকে, এ কথা কারো জেনে যাওয়া কতখানি যে লজ্জার সেটা যদি কেউ বুঝতে পারতো।

"কিরে, !?" হঠাৎ পিঠে একটা হালকা ঠান্ডা হাতের ছোঁয়া পেয়ে ঠিক যতটা চমকে ওঠা যায় তার চেয়েও অনেকটা চমকে উঠলাম।
"আবার সেই স্বপ্নটা দেখলি?"
দিদি কখন যে চলে এসেছে বুঝতেই পারিনি। ওর

গলার স্বরটা ধরা ধরা লাগছে।ঠান্ডা লাগিয়েছে নাকি? আমি অন্ধকারেই ঘাড় নাড়ালাম। দিদি দেখতে পেলনা। কিন্তু বুঝতে পারল।

"তুই ছোট থেকেই এরকম হাজার বাজে বাজে স্বপ্ন দেখতিস আর মাঝরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠতিস।" আমি দেখলাম হঠাৎ করেই জানালার ভারী পর্দাটা সরে যেতেই ঘরের মধ্যে বাইরের স্ট্রিট লাইটের হালকা আলো এসে আমার সারা শরীরে বিভিন্ন আল্পনা এঁকে দিচ্ছে।
 আমি আবার মাথা নাড়ালাম। "জানি। মা অনেকবার বলেছে।"
"সেইজন্য কত বড় পর্যন্ত মা তোকে কোলের কাছে নিয়ে শুতে যেত। আমার খুউব হিংসে হত।" দিদি পিঠে হাত রেখে একনাগাড়ে বলে চলছে।
 "আর আমি পাশের রুমে একলা ঘুমোতাম। জানিস তো? আমারও না মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে যেত। কিন্তু কাউকে বলতাম না। মনে হতো কে যেন ঘরের অন্ধকার কোন থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।কতরাত যে না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি আমাদের কসবার সেই ফ্ল্যাটে,কে গুনেছে? তবুও মা আসতো না। আমায় জড়িয়ে ঘুমোতো না। খুব ভয় পেতাম।

আর যত ভয় পেতাম তত হিংসে করতাম তোকে। রাগ হতো তোর ওপর। সেই রাগ থেকেই তো কত বার তোর খেলবার জিনিসগুলো নালায় ফেলে দিয়েছি। হোমওয়ার্কের খাতা না নিয়ে যাওয়ার জন্য তুই যতবার মার খেয়েছিস স্কুলে,ততবারই তো এক অনাবিল মজা পেতাম আমি। তোর ব্যাগ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাতা সরিয়ে নেওয়ার এক অনাবিল মজা। আর মা ভাবতো সে ভুলে গেছে রাখতে।হাঃ হাঃ! "

আমি মাথা নাড়ালাম," আমি জানি। এসব বারবার বলিস কেন?"
দিদি কিছুক্ষণ থামলো," হম। তুই জানতিস। কিন্তু আমি ভাবতাম কেউ জানতো না। কেউ বুঝতো না। মা এতো বোকা ছিল যে কখনো ভাবতেও পারেনি, আমি এসব করতাম। আর তুইও তো কখোনো কিছু অভিযোগ করিস নি।তাতে আরো রাগ হতো। কি আশ্চর্য! আমায় নিয়ে কারও কোন অনুভূতি নেই। এটা ভাবলে আরও অনেক রাগ হতো। না রাগ, না দুঃখ, না কষ্ট, না যন্ত্রণা। কারো কোন ফিলিংস টুকু ছিলনা আমার প্রতি। মা এমন ভাবে আমায় দূরে সরিয়ে দিয়েছিল যেন বাপির শুধুমাত্র আমার জন্যই

সেইরাতে চকোলেট কিনতে বেরিয়ে আর ফিরতে পারেনি। আমি যেন বাপিকে বলেছিলাম রাস্তা না দেখে পার হতে। আমি যেন সেই গাড়িটার চাকাটা বাপির মাথার ওপর দিয়ে······· ।"

দিদি একনিশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁপিয়ে উঠল। ওর দ্রুত গভীর শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ঠিক আমার কানের পেছনে। কিছুক্ষণ চারিদিক নিশ্চুপ। টের পেলাম। ঘরে শুধু এসির খরখরে আওয়াজটাই নেই, ঘড়ির একটা টিকটিক করে শব্দ বয়ে নিয়ে চলবার আওয়াজ ও আছে।

" আচ্ছা , তোর মনে পড়ে নিরু দিদাকে? মায়ের কোন এক দূরসম্পর্কের মাসি একবার এসে কত্তোদিন আমাদের সাথে ছিল।"

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, "হম!"

"প্রথম প্রথম যখন দিদা আমার সাথে ঘুমোতো খুব ভরসা পেতাম। মনে হতো, বেশ হয়েছে।দরকার নেই মায়ের। দিদার গায়ে মায়ের মতো রান্নার মশলার গন্ধ ছাড়তো না। বেশ একটা ধুনো ধূপের গন্ধ ছাড়তো। আমার ভালো লাগতো। কিন্তু মাঝরাত্রে যখন ওনার হাত আমার ফ্রকের মধ্যে ঢুকে আমার সারা শরীর চষে বেড়াত, তখন ঘেন্নায় আমার গা টা গুলিয়ে উঠতো।মনে হতো ছুটে পালাই। কিন্তু পারতাম

কোথায়? সারারাত ওই মহিলার হাত আমার শরীরের ওপর কাজ চালিয়ে যেত আর আমি দমবন্ধ করে জেগে রইতাম।মাকে বলে পারতাম না। কে জানে বলতে চাইতাম না।হয়তো যে অবজ্ঞা আমায় মা করতো সেই অবজ্ঞা থেকেই রাগে বলতাম না। কিন্তু জানিস আমারও না খুব কষ্ট হতো। ভালো লাগতো না। মা বোধহয়•••• বুঝতে পারতো। কিন্তু দেখ তবুও আসতো না। তারপর একদিন আমায় একরকম "বড়" করে দিয়ে ছেলের সাথে নিরুদিদা ফিরে গেল।সেই যে গেল, আর এলনা।"
"মা এসব জানতো না। মা খারাপ ছিল না দিদি।"
আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম।
দিদি হাসলো বোধহয়।
"হয়তো, আর তারপর এরকম করেই আমরা বড়ো হয়ে উঠলাম ধীরে ধীরে।" দিদির দীর্ঘশ্বাস ছাড়ার শব্দ পেলাম।
হঠাৎ করেই মাথায় চিরুনি ছোঁয়া পেয়ে চমকে উঠলাম।
"কী করছিস?"
"ছোটবেলায় না কতবার বৌ বৌ সাজিয়ে দিয়েছি তোকে। আজকেও সাজিয়ে দিই চল।"
"না না, দরকার নেই।" আমার গলাটা কেঁপে উঠলো

অজান্তেই।
"তোর লুকিয়ে লুকিয়ে আমার মেকআপের জিনিস ব্যবহার করাটা আমি খুব অপছন্দ করতাম। আর অপছন্দ করতাম দরজার ফাঁকে চোখ লাগিয়ে আমার আর হিরনের আদর করবার মূহুর্ত গুলো লুকিয়ে লুকিয়ে দেখাটা। আচ্ছা?! হিরণ কে মনে পড়ে?যে ছেলেটিকে আমি ভালবাসতাম।"
দিদির আমার মাথায় পিছন দিক থেকে চুল আঁচড়ে দিতেই লাগল।
"ওরই গিফ্ট দেওয়া একটা ফেসপাউডারে, তুই তোর কেমিস্ট্রির ল্যাবথেকে চুরি করে কি যে এনে মেশালি। সারা মুখে সেই কি ভয়ানক জ্বালা!! সেদিনও কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে দরজার ফাঁক থেকেই গোটা ব্যাপারটা দেখেছিলি। তাই না?"
ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে এল। জল তেষ্টা পাচ্ছে।
" তারপর আর এল না ও। আমাদের বিয়ে ভেঙে গেল। আর আমি রাগে দুঃখে অপমানে গলায় কাপড় লাগিয়ে সিলিং থেকে ঝুলে গেলাম।তুই কিন্তু প্রথমেই ডাকলি না মাকে। দরজার ফুঁটোয় চোখ লাগিয়ে আমায় ছটপট করতে দেখলি। আর দেখতে দেখতে যখন আমার হাত পা গুলো স্থির হয় গেল তারপর তুই চেঁচিয়ে উঠলি। দিদিইইইই....... দিইইইইদিইই.....

দিদিইইইইইইই করে।"

আমি ছিটকে উঠে এলাম সামনের দেওয়ালে, তারপর চিৎকার করে উঠলাম, "আমি তোকে হিংসে করতাম। তোর রূপকে হিংসে করতাম, তুই এত সুন্দরী ছিলি তাই তোকে হিংসে করতাম। তাই আমি•••••••।"

"তাই তুই আমার মতো সাজতে চাইতিস। জানি তো।" খিলখিল করে হেসে উঠলো দিদি। আমার সারা শরীর আবার ঘামে ভিজে উঠলো।
"চল, তাহলে আর দেরী না করে তোর সাজের ফিনিশিং টাচ্ টা দিয়ে দিই।" কথাটা বলে দিদি উঠে দাঁড়াল। দিদির হাতে একটা গোল চকচকে বস্তু।

আমি দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম, "কি? কি? ওটা?"
" কি আবার ?ফেসপাউডার!" মুচকি হেসে দিদি সামনে পা পা করে এগিয়ে আসতেই স্ট্রিট লাইটের কিছুটা ওর ঝলসে পুড়ে যাওয়া মুখের ওপর পড়ল। রোজরাতের মতো।

সমাপ্ত